সংবাদ
তারিখ ...23 JUN 2007...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

রাবির অনিয়ম-দুর্নীতি

ইউজিসির তদন্ত কমিটি প্রত্যাখ্যান প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্তে বিগত জোট সরকার নিয়োজিত বিতর্কিত ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গঠিত তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কোন ধরনের সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির প্রতিনিধিরা আজ রাবিতে এসে পৌঁছাবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে।

শিক্ষকরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নজিরবিহীন দুর্নীতির প্রকৃত চিত্র জাতির

শিক্ষক : পৃঃ ১১ কঃ ৭

শিক্ষক : সমাজের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সামনে তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য ইউজিসি চেয়ারম্যান ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে শিক্ষকরা বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নির্লজ্জ দলীয়করণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে এক পর্যায়ে ইউজিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্তের জন্য চলতি বছরের ২০ মার্চ ইউজিসি সদস্য প্রফেসর মাহবুব উল্লাহকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। প্রফেসর মাহবুব উল্লাহসহ অন্য বিতর্কিত সদস্যরা জামায়াত-বিএনপি জোটের দলীয় বিবেচনায় নিযুক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ প্রথম থেকেই ওই তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত দাবি করে আসছে। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষ বিতর্কিত ও দলীয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে দায়সারা গোছের তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে বলে শিক্ষক সমাজ জানতে পেরেছে।

শিক্ষকরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইউজিসি গঠিত জামায়াত-বিএনপি দলীয় ও বিতর্কিত তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাদের সঙ্গে কোন ধরনের সহযোগিতা না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে। শিক্ষকরা মনে করেন তদন্ত কমিটির আহ্বায়কসহ অন্য সদস্যদের অতীত কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিরই যেখানে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ওই কমিটি দিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়।

বিবৃতিতে সইকারী শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- আবদুস সোবহান, মিজানউদ্দিন, মোখলেসুর রহমান, আনন্দ কুমার সাহা, মুহম্মদ নূরুল্লাহ, মলয় ভৌমিক, শাহ নওয়াজ আলী, এরাজুল হক, মাহবুবুর রহমান, মোজাফফর হোসেন, গোলাম কবির, আবদুল লতিফ, এস এম আবু বকর, জালালউদ্দিন, আবুল কাশেম, সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ, শেখ মো. নূরুল্লাহ, সরকার আলী আক্কাস, শামসুদ্দিন ইলিয়াস, ফায়েকউজ্জামান, সুজিত সরকার প্রমুখ।